W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 113 WBHRC/SMC/2018

Date: 13. 09. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 13.09.2018, the news item is captioned ' প্রসূতি-মৃত্যুতে ক্ষোভ হাওড়ায়, নামল র‍্যাফ.'

Principal Secretary, Health & Family Welfare Department, Govt. of West Bengal is directed to look into the matter and to furnish a report by 29th October , 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

113/WBHRC/SMC/18

প্রসূতি-মৃত্যুতে ক্ষোভ হাওড়ায়, নামল র‍্যাফ

নিজস্ব সংবাদদাতা

প্রসূতির মৃত্যুর পরে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ। ঘটনাস্থল হাওড়া জেলা হাসপাতাল। মঙ্গলবার রাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে এল বিশাল পুলিশ বাহিনী। নামানো হল র‍্যাফ।

প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে সোমবার সন্ধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরদিন, মঙ্গলবার কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এক তরুণী ও তাঁর গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ওই রাতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান প্রসূতির আত্মীয়স্বজনেরা। তাঁদের অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যায় ওই তরুণীকে ভর্তি করলেও তাঁর চিকিৎসা শুরু হওয়া তো দূরের কথা, হাসপাতালের কোনও চিকিৎসক বা নার্স তাঁকে পরীক্ষা করেননি। মঙ্গলবার দুপুর ১টায় চিকিৎসকেরা ইউএসজি করে জানান, শিশুটি মারা গিয়েছে সাত দিন আগেই।

মৃতার আত্মীয়দের অভিযোগ, প্রসূতিকে বাঁচাতে দ্রুত মৃত সন্তানকে অস্ত্রোপচার করে বার করার কথা, কিন্তু রাত ৮টা পর্যন্ত তা-ও করা হয়নি। রাত ৮টার পরে নার্সেরা জানান, তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল কতৃর্পক্ষের দাবি, তিনি 'পালমোনারি এম্বলিজ়ম'-এ মারা গিয়েছেন। পরিবারের দাবি, চিকিৎসার গাফিলতিতেই দু'টো প্রাণ চলে গিয়েছে। এর পরেই বিক্ষোভ শুরু হয়।

হাওড়া জেলা হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার সন্ধ্যায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ভর্তি হন হাওড়ার শরৎ চ্যাটার্জি রোডের বাসিন্দা আরতি সিংহ (২৪)। তাঁর স্বামী জিতেশ সিংহের অভিযোগ, সারা রাত তাঁর স্ত্রী যন্ত্রণায় কাতরালেও চিকিৎসক বা নার্সেরা নজর দেননি। এমনকি, কিছু বলতে গেলে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় বড় ডাক্তার দেখার আগে কিছু বলা যাবে না। জিতেশ বলেন, "মঙ্গলবার সকাল থেকেই স্ত্রী বলেছিল, পেটের ভিতরে বাচ্চাটা নড়ছে না। আমি সে কথা নার্সদের জানিয়েছিলাম। কিন্তু কেউ ব্যবস্থা নেননি। বড় ডাক্তার দেখার পরে দুপুর ১টার সময়ে আমাদের জানানো হয়, বাচ্চাটা সাত দিন আগেই মারা গিয়েছে। এতদিন আগে বাচ্চা মারা গেলে মা কি বুঝতে পারত না!"

জিতেশের অভিযোগ, আরতি ও গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচানোর জন্য তাঁরা বেসরকারি হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ জন্য হাসপাতাল থেকে দু'টি ফর্ম-এ সইও করিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পরেও ওই প্রসূতিকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে দেয়নি হাসপাতাল। এমনকি গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যুর পরেও আরতিকে বাঁচাতে ব্যবস্থা নেননি চিকিৎসকেরা।

জিতেশের আরও অভিযোগ, "মৃত শিশুকে অস্ত্রোপচার করে দ্রুত বার করা হবে বলে চিকিৎসকেরা জানিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা না করায় আরতিকেও বাঁচানো গেল না। পুরো দায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। আমরা কোনও ভাবেই ছাড়ব না।" হাসপাতালের সুপার নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, প্রসূতির মৃত্যুর পরে অস্ত্রোপচার করে বার করা হয়েছে মৃত শিশুকে। কিন্তু কেন আগে করা হল না অস্ত্রোপচার? মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ভবানী দাসের যুক্তি, "গর্ভের সন্তান মারা গেলে অস্ত্রোপচার করা যায় না। তাতে প্রসূতি জীবনহানির আশঙ্কা থাকে। তাই নরমাল ডেলিভারির চেষ্টা হয়। এ ক্ষেত্রেও তা-ই করা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই পালমোনারি এম্বলিজ়ম হয়ে যাওয়ায় প্রসূতি মারা যান।"

সপ্তাহখানেক আগে হাসপাতালের শিশু বিভাগে একই দিনে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে দুই শিশুর মৃত্যুর পরে তদন্ত হবে বলে যে ভাবে হাসপাতাল কতৃর্পক্ষ দায় এড়িয়েছিলেন, এ দিনের ঘটনার পরেও একই ভাবে দায় এড়ান সুপার। বলেন, "ওই প্রসূতি হঠাৎ পালমোনারি এম্বলিজ়ম-এ মারা গিয়েছেন। তবে ঘটনাটি অনভিপ্রেত। কেন এ ভাবে দু'জনের মৃত্যু হল, তা জানতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রিপোর্ট পাওয়ার পরেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" ওই হাসপাতালের আর এক পদস্থ কর্তা বলেন, "হাসপাতালে কর্মী ও চিকিৎসকের অভাব রয়েছে। তাই রাতে লোকজন কম থাকে। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য দফতরকে আমরা জানাব।"

শিয়ালদহ ডিভিসনে আরও
ট্রেন পরিষেবা চা
শহরতলির নিত্যযাত্রীদের সুবিধা
সংখ্যক ১২ কোচের ট্রেন পরিষে
তারিখ থেকে আরও আটান্নটি
কোচের পরিষেবায় পরিবর্তন করা হয়ে
শাখাভিত্তিক বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল :
• রানাঘাট জংশন-কৃষ্ণনগর সিটি জংশন
২ • বনগাঁ জংশন-রানাঘাট জংশন শা
জংশন-শান্তিপুর শাখা : ৬ • রানাঘাট
• শিয়ালদহ-বনগাঁ জংশন শাখা: ১ • বারাসা
জংশন-বনগাঁ জংশন শাখা: ৩ • শিয়ালদহ-
শাখা: ২ • শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা: ১০।
সোনারপুর জংশন-চম্পাহাটি ও ঘুটিয়ারি
প্যাসেঞ্জার স্পেশাল ট্রেন চালানোরও সিদ্ধা
ডি
পূর্ব রে